বাদল
পিকচার্সের
কীর্তিগড়
10-2-58

বাদল পিকচার্সের নিবেদন—

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অভিশপ্ত' কাহিনী অবলম্বনে

কীর্ত্তিগড়

প্রযোজনা : **রাখাল চন্দ্র সাহা**

চিত্রনাট্য :
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সংলাপ :
সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়

গীত-রচনা :
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, নাজিস্ সিকন্দর পুরী

বাদ্য-যন্ত্রী :
ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা

নৃত্য-পরিচালনা :
অতীনলাল

পরিচয়-লিখন :
ইলোরা আর্টস

চিত্র সম্পাদনা :
কমল গাঙ্গুলী

শিল্প-নির্দ্দেশ :
কার্ত্তিক বসু

পট-শিল্প :
রামচন্দ্র শেণ্ডে

কর্ম্ম-সচিব :
ভানু রায়

ব্যবস্থাপনা :
মহাদেব সেন, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

রূপ-সজ্জা :
গোষ্ঠ দাস

চিত্র শিল্পে :
অনিল গুপ্ত

শব্দ ধারণে :
নৃপেন পাল

স্থির-চিত্রে :
ভারতী চিত্রম

আলোক-সম্পাত :
গোপাল কুণ্ডু

কণ্ঠ-সঙ্গীত :
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচার-সচিব : ধীরেন মল্লিক

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

সঙ্গীত পরিচালনায় : **অনুপম ঘটক**

পরিচালনায় : **সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়**

সহকারী

পরিচালনায় :
সুখময় সেন, রমেন মুখোপাধ্যায় রাসবিহারী সিংহ

চিত্র-সম্পাদনায় :
প্রতুল রায় চৌধুরী

সঙ্গীত-পরিচালনায় :
হীরেন ঘোষ

চিত্র-শিল্পে :
জ্যোতি লাহা, কৃষ্ণ ধর, আশু দত্ত

রূপ-সজ্জায় :
সরোজ মুন্সী, অনাথ

শিল্প-নির্দ্দেশনায় :
অনিল পাইন, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শব্দ-ধারণে :
শশাঙ্ক বসু, বলরাম বারুই

আলোক-সম্পাতে :
জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত, রাম নায়েক, সুভাষ ঘোষ, মাণিক পাল, নবকিশোর

পট-শিল্পে :
বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল, বাঘা ঘোষ

পরিবেশক : জি, আর, পিকচার্স

১২৭-বি. লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

কাহিনী

লোভ আর পরশ্রীকাতরতা মানুষকে দিন দিন নরকের পথে এগিয়ে দেয়। মানুষ প্রথমেই কেউ ভয়ঙ্কর হয়ে জন্মায় না। পাপের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে তা যখন বিরাট মহীরূহ রূপে দেখা দেয় তখনই সে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। তখন সে তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস দিয়ে সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে চায়। সে চায় নিজেই বিরাট হতে বিরাটত্ব লাভ করতে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে চায় না—, কেউ তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে এ যেন অসহ্য। পরশ্রীকাতরতার বিষ এমনই ভয়ঙ্কর যা নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের সত্বা, নিজের উপলব্ধি, নিজের ভাল মন্দ জ্ঞানকেও অন্ধ করে দেয়। সে কেবল পেতে চায় সকলের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান—তা সে যতই ক্ষণভঙ্গুরই হোক না কেন। নিজের প্রাণের চেয়ে তখন মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় লোভ আর মোহ।

কথাশিল্পী ৺বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "অভিশপ্ত" গল্পের ছায়াবলম্বনে কীর্ত্তিগড়ের চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে।

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী, অনুভা গুপ্তা, বাণী গাঙ্গুলী, রমশ্রী সেন, অনুশীলা, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, মণিকা ঘোষ,
সন্ধ্যা, মায়া, শীলা, স্বপ্না রায়, সরস্বতী, জয়শ্রী কর, শান্তি

কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, নির্ম্মল কুমার, উৎপল দত্ত, সন্তোষ সিংহ,
প্রীতি মজুমদার, জহর রায়, মোহন ঘোষাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ভানু রায়,
শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বাণী বাবু, নির্ম্মল বর্ম্মণ, শান্তি ভট্টাচার্য্য, অতীনলাল
শান্তি রায়, সুবল দত্ত, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, তরুণ রায়,
সরোজ রুদ্র, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন বসু
পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, সুকৃত হালদার

এবং

আরো অনেকে

কীর্ত্তিপাশা নদীর দুই তীরে দুইটি ছোট রাজ্য। কীর্ত্তিপাশার রাজা ছিলেন কুচক্রী কীর্ত্তিরায় আর হাতিয়ারায় রাজত্ব করতেন জগৎনারায়ণের পুত্র পরপোকারী, বীর, ন্যায়নিষ্ঠ নরনারায়ণ।

হাতিয়ারার সুখ সমৃদ্ধ পরশ্রীকাতর কীর্ত্তিরায়কে ব্যথিত করত। হীনবল কুচক্রী কীর্ত্তিরায় জলদস্যু গঞ্জালিসের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী গঞ্জালিস নরনারায়ণের রাজ্য আক্রমণ করে ধনদৌলত এবং সুন্দরী মেয়ে এনে কীর্ত্তিরায়কে উপঢৌকন দিত। কীর্ত্তিরায়ের পুত্র চঞ্চলের সঙ্গে নরনারায়ণের ছিল বন্ধুত্ব প্রগাঢ়!

একদিন যখন গঞ্জালিস নরনারায়ণের খাজনা লুট করতে যায় তখন সে পরাস্ত হয় নরনারায়ণের কাছে এবং নরনারায়ণের কাছেলুণ্ঠিতা মেয়েদের ফিরিয়ে দিতে সে অঙ্গিকার করে। কীর্ত্তিরায় গঞ্জালিসকে বিমুখ করায় গঞ্জালিস কীর্ত্তিরায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন করে ছিন্ন।

কুচক্রী কীর্ত্তিরায় অন্য উপায় না দেখে নিষ্পাপ চঞ্চলকে দিয়ে নরনারায়ণকে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানায়। বন্ধুর আহ্বানে নরনারায়ণ আসে কীর্ত্তিপাশায়। ছলে বলে কীর্ত্তিরায় চাইল নরনারায়ণকে আটকে রাখতে। চঞ্চলের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী প্রেম, ভালবাসা ও আদর আপ্যায়নে নরনারায়ণকে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ করেন।

হাতিয়ার দেওয়ানের জরুরী আহ্বানে নরনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হলে দুর্ত্ত কীর্ত্তিরায়ের ফৌজ পথিমধ্যে নরনারায়ণকে আক্রমণ করে আহত করে। আহত নরনারায়ণকে নিজের গুম ঘরে বন্দী করলেন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

গুম ঘরেই কি নরনারায়ণের মৃত্যু হবে?

নরনারায়ণের গুম ঘরে আটকের সংবাদে লক্ষ্মীদেবী কি বিচলিত হবেন? সয়তান কীর্ত্তিরায়ের সয়তানীর কি জয় হবে?

এ সব প্রশ্নে উত্তর দেবে আপনার সামনের রূপালী পর্দ্দা।

গান

(১)

আমার প্রাণের বন্দরে জাহাজ তোমার হে নাবিক--
নোঙ্গর ফেলে থাকবে কতকাল
বল বল বল বল, বল বল
মনটা নিয়ে করবো কি আমায় ছেড়ে যাও যদি
ঝড় তুফানে ভেঙ্গে যাবে তোমার হাল
তোমার খেয়ালী মন কোথায় কখনো ও গো
দুদিনের বেশী রয়না—
এই কুল ছেড়ে তুমি চলে যাবে বহু দূরে
এত ওগো প্রাণে সয়না—
তোমার জাহাজ ভরে নাও এ হৃদয় হতে—
যতখুশী চুনী পান্না
হাসির বেসাতি নিয়ে বিনিময়ে জানি ওগো—
রেখে যাবে শুধু কান্না—
পাতার ঐ ঝালর দোলে সাজকে রাতে
দোলে দোলেরে দোলে
সুরের ঐ মিষ্টি নেশায় মন যে মাতে
নানান রঙ্গে স্বপ্নে মোর আজকে মধু এ রাতি
ছড়িয়ে দিল এ কোন মায়াজাল।

(২)

তুমি হে প্রভু চাঁদ আমি যে চকোরী
তুমি যে কমল ফুল আমি তো পিয়াসী ভ্রমরী—
যেমন ঐ পতঙ্গ আর প্রদীপে প্রীতি—
তেমনি এ কোন মোহে রেখেছে আমারে আবদ্ধ
এক বিন্দু বারিলাগি আমি যে পিয়াসী চাতকী
অমৃত হে কর বরষণ সব দুখ মম পাসরি।

(৩)

চকোরী যদি গো না পায় চাঁদ
কুহকী ও চাঁদ কেন না চায়
স্বপনে জড়ানো কেন এ রাত
আবেশ আনেগো আঁখি পাতায়
পিয়াসী নয়নে জল যে নাই
ব্যথা কভু হাসি হলো না তাই
আপনারে যদি ভাল লাগে—
পথ চেয়ে কেন এনিশি যায়—
বিদায় নিয়েছে দ্বিধা যে আজ
জীবনে এ কি লাগে দোলা—

মরমে পেয়েছি মরমীরে
মনের দুয়ার তাই খোলা
সরমের মানা নাই কোথা
জানা জানি হোক বাহু মালায়।

(৪)

নয়ন ল্যাগ জায়ে জিসে—
চ্যায় নঁহি যায়ে উসে
ইয়াদ সে কিসিকি ঘড়ি
ঘড়ি ঘাবরায়ে রে—
প্রীতমে ইয়ে বাতদেখি—
জিতমে ভি মাত দেখি—
মন জিসে চাহে কভি
হাত নঁহি আয়েরে—

কেমনে বাঁধিব তারে প্রেমের মালায়—
যারে কাছে চাইগো
তারে কোথা পাইগো—
কেমনে বাঁধিব তারে প্রেমের মালায়—
নয়নের অনুরোধে মন দিয়ে ফেলেছি—
আজ নব অনুরাগে তনুদীপ জ্বেলেছি—
হিয়া মোর কেঁদে মরে বিরহ জ্বালায়
ফুল শর বেঁধে প্রাণে
কি যে জ্বালা মনই জানে
প্রেম যেন মৃগসম—
কাঁদাবে পরাণ মম—
ধরিতে চাহিলে তারে—
সুদূরে পালায়—

1956

মুক্তি-প্রতীক্ষায়—

এস, আর, প্রোডাকসন্সের

মধু বসু পরিচালিত

পরাধীন

সঙ্গীত—গোপেন মল্লিক

রূপায়ণে :

সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী, মলিনা, শোভা, রেখা,
অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী,
নির্ম্মলকুমার ও কাবেরী বসু

[কলিকাতার পরিবেশক]

•

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

বাদল পিকচার্স প্রযোজিত

তারাশঙ্করের

আগুন

পৌরাণিক চিত্র

কৃষ্ণার্জ্জুন

জি, আর, পিকচার্স : কলিকাতা-১৪

জি, আর, পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কালকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।